বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
স্বাধীনতা ভবন
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
প্রশাসন বিভাগ
(www.bffwt.gov.bd)

বিষয়ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব এস এম মাহবুবুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
তারিখ : ২৯/০৯/২০২১ খ্রি: (বুধবার)।
সময় : বেলা ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অংশীজনগণের (Stakeholders) নামের তালিকা: 'পরিশিষ্ট-ক'

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানী সকল শ্রেণির বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনকল্পে ১৯৭২ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৪ মূলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকের বয়স ৭০-৮০ বছর। তাঁদের অনেকের পক্ষেই সেবা গ্রহণের জন্য গ্রাম-গঞ্জ হতে ঢাকায় আসা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই তাঁদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া যাতে আরও সহজ থেকে আরো সহজতর করা যায়, তার জন্য একটি হটলাইন সেবা (৭১৭১) চালুর করার বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন। অত:পর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মধ্যে যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে তা উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত অংশীজনদের অবহিত করেন। তিনি সভায় উপস্থিত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরামর্শমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের আহবান জানান।

০২। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ বলেন, পূর্বে এধরণের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা আমরা তা জানিনা। কারণ আমাদেরকে এধরণের সভায় কখনও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাই এ সভায় আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি। এজন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, বিগত দিনে এ ট্রাস্ট যে ভাবে চলছিল তাতে করে ট্রাস্টের পচন ধরেছিল। আমরা অসহায় ছিলাম। আমাদের কথা বলার কোনো জায়গা ছিলনা। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যাতে গ্রামে বসে যে কোনো তথ্য পেতে পারে সেজন্য তিনি অফলাইন/অনলাইনের পাশাপাশি একটি হেল্পডেস্ক স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ভাতাপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা এবং আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

০৩। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফুর সভায় ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ১৯৭১ সালের রণাঙ্গনের সাথীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ও রেশনসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম মূলত কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পূর্বে কল্যাণ বিভাগটি গুলিস্তান ভবনে থাকায় সেখানে একটি দালাল চক্র সক্রিয় ছিলেন। ফলে দূর-দুরান্ত থেকে আগত সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানির স্বীকার হতে হতো। বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসার পরে কল্যাণ বিভাগটি গুলিস্তান ভবন হতে ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়ে স্থানান্তর করায় তাদের অনেক সমস্যার দূর হয়েছে। এ জন্য তিনি আবারও ব্যবস্থাপনা পরিচালকে ধন্যবাদ জানান।

চলমান পাতা-০২

০৪। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী, বীরপ্রতীক এ ধরণের সভা আয়োজন করায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ট্রাস্টের অনান্য কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সাধারণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি করা হলেও যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়নি। তিনি ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি তরান্বিত করার জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতি বলেন, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অতি শ্রীঘ্রই তা বাস্তবায়ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৫। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মোল্লা বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর সেনানী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ সবাই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। গ্রাম-গঞ্জ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতা, চিকিৎসা বিল, রেশন ইত্যাদির জন্য ঢাকায় যোগাযোগ করা তাদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাঁদের প্রাপ্য সেবাসমূহ যাতে দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় সে বিষয়ে বিভিন্ন নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনসহ আরও যত্নবান হওয়ার জন্য ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের প্রতি অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ও চিকিৎসা বিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের স্ব-স্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করার ফলে ভাতা উত্তোলন সংক্রান্ত কষ্ট অনেকটা লাঘব হওয়ায় তিনি ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে সকল ভাতাভোগীদের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

০৬। সভায় উপস্থিত ট্রাস্টের সচিব বলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারায় ধন্য মনে করছি। এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সেবাসমূহ আরও দ্রুত ও সহজ করার জন্য ইতোমধ্যে অনলাইনে ডাটাবেইজ ফরম পূরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। অদ্য পর্যন্ত প্রায় ৫,৮৮৫ জনের ডাটা সাবমিট করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডাটাবেইজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও সেবা প্রত্যাশিদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অনলাইনে করার জন্য ইতোমধ্যে সফটওয়্যার তৈরীর কাজও চলছে বলে তিনি জানান। সফটওয়্যার প্রস্তুত হলে সেবা প্রত্যাশীগণ ঘরে বসেই আবেদন করতে পারবেন।

০৭। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-এ অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাসমূহ আরও সহজিকরণ ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত:

(০১) জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যাতে কোনো প্রকার হয়রানির স্বীকার না হয় সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে;

(০২) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রাপ্য সেবাসমূহ আরও দ্রুত ও সহজে তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(০৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০২০-২০২১ অনুযায়ী প্রতি ০৩ (তিন) মাস পর পর অংশীজনদেরকে (Stakeholders) নিয়ে সভা আয়োজন করতে হবে;

(০৪) কল্যাণ ট্রাস্ট হতে রাষ্ট্রীয় সম্মানি ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত/মৃত যুদ্ধাহত, শহিদ খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অনলাইনে ডাটাবেইজ ফরম দ্রুত পূরণ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(০৫) হটলাইন সেবা দ্রুত চালুর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৮। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৯/০৯/২১
(এস এম মাহবুবুর রহমান)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এ
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
ফোন: ২২৩৩৮১৮১৩
md@bffwt.gov.bd

চলমান পাতা-০৩

স্মারক নম্বর-৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৪.২১- ৭০০২ (৩)

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৮
২৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(০১) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
(০২) জনাব ছালেহ আহমেদ, উপ-প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৩) জনাব আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপক (কল্যাণ), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৩) জনাব মোঃ জামিল আহমেদ, বেসিক কর্মকর্তা (শিল্প ও বাণিজ্য), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৪) জনাব মোঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল), প্রকৌশল শাখা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৫) জনাব ফয়েজ আহমেদ খান, বেসিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(০৯) জনাব রুহুল আমিন, সহকারী কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
(১০) জনাব শেখ গোলাম সরোয়ার, সহকারী প্রোগ্রার (আইসিটি) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
(১১) জনাব ....

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। যুগ্মসচিব (সনদ, গেজেট ও প্রত্যয়ন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। পরিচালক (শিল্প ও বাণিজ্য/অর্থ/কল্যাণ), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৪। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

২৯/০৯/২০২১

(তরফদার মোঃ আক্তার জামীল)
সচিব (উপসচিব)
ও
ফোকাল পয়েন্ট, নৈতিকতা কমিটি
ফোন:২২৩৩৫০৭৬৪
secy@bffwt.gov.bd